এক মুসলিম মুজাহিদার বীরত্বের প্রতি শোকগাঁথা

"কখনো কখনো শব্দ অর্থ প্রকাশে হয় অক্ষম; কবির দুর্বলতাই হয়তোবা কারণ।
কখনো কখনো শব্দ অর্থ প্রকাশে হয় অক্ষম; বিষয়বস্তুও বিশালতাই হয়তোবা কারণ।"

- লুইস আতিয়্যাতুল্লাহ

ধিক্ সেই জীবনের প্রতি,

যখন ওষ্ঠ্যেযুগল কোন শব্দ উচ্চারণ করতে পারে না
যখন কলমের কালি শুকিয়ে যায়
আর প্রদীপ যখন নিভে যায়.....

ধিক্ সেই জীবনের প্রতি, যখন তুমি এক (হিজাব পরিহিতা) মুসলিমাহকে কুফর আর জালিম পরিবেষ্ঠিত মস্কোর কংগ্রেসভবনের মাঝে দেখ এবং সে বলছে যে..... নিজের ভূমিতে থাকলে এমনিতেই তাকে মূল্যহীনভাবে জীবন দিতে হত। তাই ক্ষতি কি যদি ১০০ কাফিরের উপর প্রতিশোধ নিয়ে তাদের তাদেরই দেশে, তাদেরই অহংকার আর দম্ভের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে মৃত্যুবরণ করা যায়। এই দৃশ্য দেখে নীরবতা ছাড়াআর কোন আশ্রয় তুমি খুঁজে পাবেনা; শুধু মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রবে, নিজের মনুষ্যত্বের কথা ভেবে আর্তনাদ করবে, যা অনেক আগেই গাদ্দার শাসক আর লম্পট আলেম তোমার থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে।

আমি এই দৃশ্যগুলো দেখছিলাম আর মোহিত হয়ে পড়ছিলাম এই মুসলিমাহর সৌন্দর্যে.....কি প্রশান্ত... এবং নিশ্চুপ, পবিত্রতায় মোড়ানো সৌন্দর্য্য, কি সুন্দর!

কিন্তু এ হল অন্যরকম এক সৌন্দর্য্য.... এ হল ঈমানের সৌন্দর্য্য, যা তাঁর হৃদয়ে প্রস্ফুটিত হয়েছিল.... যার কারণে সে আল্লাহ্‌র রাস্তায় শাহাদাৎ কামনা করেছিল.....

পবিত্রতার সৌন্দর্য্য, এবং সৌন্দর্য্যের পবিত্রতা..... এমন সৌন্দর্য যা তোমাকে সস্তা জিনিসের কথা মনে করাবে না। আবার কোন কুপ্রভাব দ্বারা তোমাকে প্রভাবিতও করবে না; বরং এমন এক সৌন্দর্য যা তোমাকে উর্ধ্বে তুলে ধরবে, আকাশের তারকার চেয়েও উর্ধ্বে .....

এ সৌন্দর্য, যা তোমাকে স্মরণ করিয়ে দেয় পবিত্রতম সেই স্থানে আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাতের কথা, স্মরণ করিয়ে দেয় আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদের কথা ।

আমি দেখছিলাম কালো কাপড় পরিহিতা এরকম পাঁচজন মুসলিমাহকে ..... উম্মাহর প্রতি বলছে, সাহসিকতার কথা, পৌরুষের কথা, মৃত্যুর কথা.....

আমি দেখেছি আর নিজেকে বলেছি:
হে কালো ঘোমটাবৃত- মালিহাহ্; যা তুমি আমাদের প্রতি করেছ ।
তা আবেদ- বুজুর্গকেও বোকা বানিয়ে ছেড়েছে ।

কিন্তু কবি আসলে কবি এটা বোঝাতে চাননি যে মালিহাহ সরাসরী আমাদের আঘাত করেছে বরং আমাদেরকে সে এক প্রকারের উভয় সংকটের মুখে ফেলেছে যখন সে ছুঁড়ে মেরেছে পুরুষত্বের সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষাটি, এই যুগে.....

ঐসব যুবতীদের 'ঈমানের অহংকার'-এর সাথে কথা বলা আমাকে মোহিত করে তুলেছিল..... এবং তাদের বিশালতা আর অসামান্যতা..... আর আমি কিছু করতেও পারছিলাম না, কেবলমাত্র নিশ্চুপ থাকা ছাড়া- যদি আমি কথা বলতাম, তবে আমার জন্য তো সেটা এক বিপদ! আমি কিভাবে কথা বলব যেখানে তারা (মুজাহিদা) জানে যে, কোন নির্লজ্জতার গভীরে আমার বসবাস..... যার সাথে হাজারো মানুষ, "পুরুষ" নামধারী সার্টিফিকেট নিয়ে বসে আছে..... অবশ্যই, এই বর্ণনা অনুযায়ী আমরা 'মানুষ' নই, আমরা কেবলমাত্রই 'পুরুষ'.....

আমি আমার বোনকে ডাকলাম এই দৃশ্যগুলো দেখার জন্য; সে চিৎকার করে উঠল দৃশ্যগুলো দেখে আর বলতে লাগল 'এরা আমরা' ..... সে তার নিজের সাথে তাদের কোন পার্থক্য খুঁজে পেল না । সে নিজেকে তাদেরই একজন ভাবল.....সে স্বতঃস্ফুর্তভাবেই বলে উঠল 'এরা আমরা' .....অতঃপর সে বসে থাকল শুনতে থাকল আর আমি তাকে দেখতে লাগলাম , দেখলাম তার চোখ অশ্রুসজল । অতঃপর সে চলে গেল, কারণ এ দৃশ্যগুলো সে মনখুলে দেখতে পারছিল না, তারপর কি হল এ সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেসও করল না..... আমার চোখগুলো সে দৃশ্য দেখার জন্য উদ্যোগী হল না, কারণ আমার চক্ষুদ্বয় তো আমাকে অপমানিত করছিল এবং এই চক্ষুদ্বয় উন্মুক্ত করে দিতে পারত আমার তখনকার অনুভুতিগুলোকে (আমার নিজের এবং অন্যসব পুরুষের বিরূদ্ধে).....

আমি আমার হৃদয় থেকে দু'আ করছিলাম যে তাদের শরীর যে বিস্ফোরকগুলো দিয়ে আবৃত ছিল তা তারা বিস্ফোরিত করুক..... আমার কাছে খুব ঘৃণ্য দৃশ্য হবে এরকম যে আমি দেখব এক দুবৃর্ত্ত কাফির তাদের নিকাব সরাচ্ছে যা দ্বারা তারা তাদের চেহারার আলো ঢেকে রেখেছিল..... আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোক..... তাঁর সাথের অন্যান্য মুজাহিদাদের প্রতিও.....

তা না হলে অপবিত্র কাফির- নিকৃষ্ট এক সৃষ্টি; তার পবিত্র দেহখানি ছুঁতে পারে, তার শাহাদাতের পর ।

কাপুরুষ ওই কাফিরেরা বড়ই নির্লজ্জ, তোমার শহীদ হবার পূর্ব পর্যন্ত সে সাহস পায়নি তোমার নিকাব উঠাতে; তোমার জীবন থাকতে, কুৎসিত এক হায়েনা কিভাবে এক মুজাহিদা- এক মুসলিমাহ্‌র নিকটবর্তী হয়?

অবশ্যই তোমরা দৃঢ়তা আর ধৈর্য্যের সাথে আল্লাহ্‌র শপথ করেছ মারার জন্য এবং লড়ার জন্য..... এবং তোমারা তোমাদের শপথ পূর্ণ করবার জন্য অনেক ধৈর্য্যের সাথে সহ্য করেছ আর তোমাদের দৃঢ়তা ছিল এমন এক পথে, যে পথে অনেক শক্তিশালী মানুষ পর্যন্ত কেঁপে ওঠে, যে পথে সাহসী অশ্বারোহী সেনাদলের হৃদয় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়..... তোমরা সেখানে ধৈর্য্য আর অনুপ্রেরণার সাথে জীবন দান করেছ..... কতই না সুন্দর শহীদ তোমরা!

শাহাদাৎ অর্জন করবার পর কোনকিছুই আর কখনও তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না..... যেরূপ তোমার দাদী সাহসিকতার সাথে বলেছিল..... আসমা বিনত আবি বকর (রাঃ) "একটি ভেড়াকে জবাই করে ফেলার পর যখন তার শরীর থেকে চামড়া ছিলে ফেলা হয় তখন সে তাতে ব্যথা পায় না ।"

তোমরা যদি আমাদের সাথে থাকতে, তবেতোমাদের প্রয়োজনের সময় তোমাদের সাথে না থাকার এবং তোমাদের মত মৃত্যুবরণ না করার দরুন আমাদের অপমানের মধ্যে ফেলতে...., কিন্তু এই ভেবে আমি প্রশান্তি পাচ্ছি যে তোমাদের আল্লাহ্‌ তা'য়ালার হিফাজতে বিদায় দিতে তো পারছি যাঁর হিফাজত কখনই ধরাশায়ী হবার নয়.....

অবশ্যই তোমাদের জীবিত অবস্থায় তোমরা ছিলে সম্মান আর মর্যাদার উদাহরণ ..... আর মৃত্যুতে হলে নির্ভীক আর অসমসাহসিকতার উদাহরণ.....

তোমাদের উপর মহান আল্লাহ্‌ তা'য়ালার পক্ষ থেকে অভিবাদন হোক, সেই জন্য যে তোমরা তোমাদের স্বামীদেরকে তাদের জীবিতাবস্থায়ও দেখেছিলে এবং তারা শহীদ হবার পরও, তোমরাই প্রমাণ করলে যে তোমরা তাদের কাছে শাহাদাৎ বরণ করার মাধ্যমেই গমন করতে পারবে এবং তাদেরকে আবারও দেখতে পারবে..... আমি আল্লাহ্‌ তা'য়ালার কাছে প্রার্থনা করি যে তিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের বোনদেরকে জানড়বাতের সর্বোচ্চ মর্যাদায় আসীন করুন এবং তাঁর রহমতে তোমাদেরকে তোমাদের স্বামীদের সাথে মিলিত করান.....

যে কারণটি আমাকে দুঃখ দেয়, তা হল আমি তাদের কারও নামই জানি না, তা না হলে আমি নিজেকে তাঁদের প্রত্যেকের জন্য একটি করে কবিতা রচনা করতে বাধ্য করতাম.....

হে সুন্দর মুসলিমাহ, আমাদের ক্ষমা কর তোমাদের জন্য কোন খলিফাকে আহবান করেছ, কিন্তু কোন খলীফাই পাওনি..... বরং তোমরা বহুসংখ্যক মূল্যহীন কাপুরুষ পেয়েছিলে যারা তোমাদের জিজ্ঞেস করত "তোমরা কি হিজাব পরে; মাহরাম সম্পর্কীয় কারও সাথে বেরিয়ে পড়েছিলে?"

ক্ষমা করো আমাদের, প্রিয় বোনেরা..... তোমরা খলিফা ডেকেছিলে যদিও কাউকে পাওনি কিছু হিজরা ছাড়া, যারা তাদের জমীনের সার্বভৌমত্ব সম্মান সব বিক্রি করে দেয়; আর সিমার এর ঘরে মাতাল হয়ে পড়ে থাকে এবং তোমার সতীত্ব আর সম্মান নিয়ে নৃত্য করে..... আল্লাহ্‌র কসম আমাদের ক্ষমা করো, হে মুসলিমাহ্‌ আমরা তারাই যাদের তোমরা দোষারোপ করতে পারো, কারণ আমরাই মেয়েসুলভ স্বভাবের লোকগুলোকে "প্রতিরক্ষা মন্ত্রী" বানিয়েছি এবং আমাদের শাসক আর রাজাদেরকেও ... এবং যা হচ্ছে তাই হল এর প্রতিফল ....

"যে কোন কাঁটা রোপন করে সে তিক্ততা আর দুঃখ বৈ আর কিছুই পাবে না" তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হও, হে শিশানের যুবতীগণ! তোমরাই মুসলিম নারীদের জন্য আবারো ফিরিয়ে এনেছ প্রশংসা আর সম্মান, যখন কুপ্রবৃত্ত ধর্মনিরপেক্ষরা নারীদের এক সস্তা ইমেজে নামিয়ে আনে (নারীদের এক মলিন অবস্থান সৃষ্টি করে)....

তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হও, তোমরা মানুষ্যত্ব সম্বন্ধে আমাদের অনেক বড় শিক্ষা দান করেছ.....

নিশ্চয়ই একদিন আমরা মুজাহিদিন দ্বারা সম্মানপ্রাপ্ত হতাম এবং আবু আবদুল্লাহ (ওসামা ইবন লাদিন) দ্বারা..... আর আজকে তোমাদের দ্বারা সম্মানের দিন, তোমরা যা করেছ, ইতিহাসে কখনও এরূপ শোনা যায়নি..... এ আর একজন মুসলিমাহ্‌ ছাড়া কেউ এরূপ করতেও পারে না ।

আমরা যা-ই লিখি না কেন, তোমাদের প্রতি যে সুবিচার করতে পারবো না তাতে কোন সন্দেহ নেই..... বরং আল্লাহ্‌র কসম তোমরা আমাদের হৃদয়ে ক্ষত সৃষ্টিকারী এক তীর ছুঁড়ে মেরেছ, যা আমাদের নির্বাক করে তুলেছে এবং আমাদের ভেতরের সত্যকে আমাদের সামনে খুলে ধরেছে.....

তীরটি ছিল নিঁখুত,
ধনুক থেকে মুক্তি পেয়ে
সোজা আঘাত হেনেছে আমার অন্তরে,
হত্যা করেছে আমার অন্তরের হায়েনাকে ।

যখন আমি আমার বোনদেরকে শহীদ হয়ে থিয়েটারের চেয়ারে পড়ে থাকার ছবি দেখছিলাম এবং যাই ঘটুক না কেন আর যাই আমাকে ব্যথিত করুক না কেন..... সব কিছুর উর্ধ্বে ছিল গর্ব, যা আমি পরে অনুভব করেছি, এবং তা আমার ব্যাথাগুলোকে, দুঃখগুলোকে, ক্ষতগুলোকে (শক্তিতে রূপান্তরিত করেছিল অথবা) আরও শক্তিশালী করেছিল ।

আমি যা অনুভব করছিলাম তা হল মিশ্র অনুভূতি..... কখনও আমি তোমাদের দেখছিলাম আর আমার দু'চোখ অশ্রুতে ডুবে যাচ্ছিল, আবার কখনও আমি খুশীতে এবং গর্বে হাসছিলাম ..... এবং আবার দেখলিছাম এবং আবার অশ্রু ঝরছিল ।"

আমার যে বোন ঘরে আছে, সে একটা শিক্ষা গ্রহণ করেছে যে তাকে আর একজন খলিফার সাহায্যের জন্য আবেদন করার প্রয়োজন নেই, একজন নারীসুলভ প্রতিরক্ষা মন্ত্রীকেও না, এবং সে ভরসা করবে আল্লাহ্‌ তা'য়ালার উপর আর নিজেকে রক্ষা করার মতো সত্যিকারের মানুষ যখন দিনে দিনে কমে যাচ্ছে, এতে কোন ক্ষতি নেই যে কমবয়সী মুজাহিদাও নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান করবে ।

এরকম কেনই বা হবে না যেখানে চেচেন মুজাহিদা, মুসলিমাদের এমন পথ অতিক্রম করতে হয়েছে এবং তারা দেখেছে যে কিভাবে তারা নিজেরা তাদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান করেছে; যখন তা ছিল দুরূহ এবং তারা এও বুঝেছে মৃত্যুও যে ইসলামের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ.....

যদি এই মুসলিমাদের কাফিরদের হাতে মরতে হত যেখানে নিশ্চিতই তার সম্মানহানির সম্ভাবনা আছে সেখানে (তার শরীরে কাফিরের স্পর্শের আগেই) সে কেন নিজে নিজেই মৃত্যুর দিকে ধাবিত হবে না । সেখানে অনেক নাস্তিককেও তার সাথে একত্রে মরতে হবে..... এটাকে মুসলিমার মৃত্যুর আর সম্মানের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচক বিবেচনা করা হোক.....

আমাকে ক্ষমা কোরো, বোনেরা আমার, তোমরা কথা বলেছিলে এবং তোমরা তোমাদের অপারেশন চালানোর আগে আমাদের কিছু কথা দিয়েছিলে তোমাদের পরিত্যাগ করা সম্পর্কে ..... ক্ষমা কোরো বোন, আমার জন্য এটা লেখা পর্যন্ত কঠিন, আমাকে ক্ষমা কোরো এই জন্য যে আমি তোমাদের সামনে থাকতে অক্ষম ছিলাম; আর তোমাদের সাহায্য করতেও..... তোমাদের সাথে অন্যান্য মুজাহিদাদের ক্ষেত্রেও, তোমরা আমার প্রতি যা করেছ তা এবং তার কষ্ট যা আমাকে দিয়ে গেছ সেটা আমাকে অক্ষম করেছে আর আমার কলমকেও অক্ষম করেছে আর আমাকে লজ্জার মধ্যে ফেলেছে, যার দরুণ এই চিঠিটির জন্ম নিদারুণ মানসিক কষ্টকে সাথে নিয়ে.....

আমি যত ঘন্টাই এইসব লিখার জন্য ব্যয় করেছিলাম অবশ্যই আমি আল্লাহ্‌ তা'য়ালার কাছে দু'আ করছিলাম যে তিনি তোমাদের কবুল করুন এবং তোমাদের মর্যাদা উচুঁ করুন ফিরদাউস পর্যন্ত এবং আল্লাহ্‌ তা'য়ালা আমাকে এমন একটি দিন প্রদান করুন যেদিন আমি তোমাদের কবরে জিয়ারত করে তোমাদেরকে সম্মান প্রদান করতে পারি আর দু'আ করতে পারি এবং আল্লাহ্‌ তা'য়ালার কাছে অনুরোধ করব যাতে তিনি আমাকে তোমাদের অনুসরণ করান (শহীদ হবার ক্ষেত্রে)..... অতঃপর আমি চেষ্টা করব মনুষ্যত্বের অথবা পুরুষত্বের যতটুকু বাকি আছে সেটিকে রক্ষা করতে..... তারপর তোমাদের কবরের কাছ থেকে সরে যাব আর কাঁদব..... হ্যাঁ, আমি কাঁদব, আমার প্রিয় বোনরা, এবং আমি তোমাদের জন্য কাঁদতে গর্ব অনুভব করব, বস্তুত, তোমাদের অভিযান তো কাঁদার মতই, আল্লাহ্‌র কসম, তোমাদের অভিযানের কারণে অস্বস্তি আর লজ্জায় মাথা নিচু হয়ে যায় । যে দায়িত্ব তোমরা নিজেদের উপর তুলে নিয়েছ তার জন্যে এবং তা যে ভীষণ সুন্দর লক্ষনীয় ভাবে পরিচালিত করেছ তার জন্যে ক্ষমা করো, ও আমার বোন, কারণ চোখের পানিতে আমার দৃষ্টি ঢেকে যাওয়ায় আমি আর পারছি না । যে বিশাল মহিমা তোমরা রচনা করেছ তার জন্য আমার লেখার উদ্দেশ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে..... হয়তো এর থেকে ভালো হত তোমাদের আর তোমাদের সাথের অন্য বোন আর মুজাহিদীনদের, যাদেরকে তোমাদের সাথে মারা হয়েছে তাদের কথা উল্লেখ করলে, স্মরণ করলে কষ্ট কেবল বাড়বে ।

আমি তোমাদের জন্য কাঁদব,
কারণ আসনড়ব দিনগুলোতে সূর্য উঠবে
কিন্তু তোমাদের দীপ্তি এই ভূমিতে আর জ্বলবে না....
যেরূপ আগে জ্বলত সেরূপে....
সূর্য শোকদীপ্ত হবে.... আর আমি কাঁদব....
আমি তোমাদের জন্য কাঁদব,
কারণ বিকালের তারা তোমাদের কথা জিজ্ঞেস করবে,
কিন্তু তা আর তোমাদেরকে এই ভূমিতে জ্বলমান দেখবে না....
যেরূপ তোমরা জীবিত থাকতে করতে সেরূপ ....
আর বিকালের এই তারা শোকদীপ্ত হবে.... আর আমি কাঁদব....
চাঁদের জন্য? তারপর তুমি হবে চাঁদ....
মিছেমিছি চাঁদ যা আমরা আকাশে দেখতে পাই
সেটাও শোকদীপ্ত হবে তোমাদের চলে যাওয়ায়.... আর আমি কাঁদব ....
যে জায়গাটিতে তুমি সালাত কায়েম করতে
তাও শোকদীপ্ত হবে.... আর তোমার জায়নামাজটিও ....
আর শীতের সেই রাতগুলিও যখন তুমি সালাতে দাঁড়িয়ে থাকতে....
নিকাবটিও শোকদীপ্ত হবে,
হিজাবের সাথে সাথে .... সমস্ত পৃথিবীটাই শোকদীপ্ত হবে....
আর আমি কাঁদব..... ।